কলকাতা উচ্চ আদালত
(ফৌজদারি পুনর্বিবেচনামূলক এখতিয়ার)
আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ
বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০১৮ সালের সি. আর. আর. ৩৫২
মজিবুল রহমান
বনাম
বৈতুল @আকিদাত হুসেন ও আরেকজন

আবেদনকারীর জন্য - আইনজ্ঞ শ্রী অয়ন বসু
আইনজ্ঞ শ্রীমান অমিত রায়,
আইনজ্ঞ শ্রী সুমিত রাউথ,

রাজ্যের জন্য - আইনজ্ঞ শ্রী বিনয় পান্ডা,
আইনজ্ঞ শুভম ভাকাত,

বিপরীত পক্ষের জন্য ১ - আইনজ্ঞ শ্রী কৌশিক চৌধুরী
শ্রী গৌর হরি দাস

শুনানি - ২০.০৭.২০২৩, ১৮.০৮.২০২৩,
২৪.০৮.২০২৩, ০৪.১০.২০২৩

রায় - ৫ 'অক্টোবর, ২০২৩

<u>বিচারপতি, বিভাস রঞ্জন দে-</u>

১. উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ১৩.১২.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। বিজ্ঞ বিচারক রায়গঞ্জের বিজ্ঞ কিশোর বিচার বোর্ড (সংক্ষেপে "জেজেবি") উত্তর দিনাজপুর কর্তৃক প্রদত্ত ১৭.১০.২০১৭ তারিখের একটি আদেশের উপর কাজ করেছেন, যা ২০১৭ সালের ১৩ নম্বর ফৌজদারি আপিলের ভারতীয় দণ্ডবিধির (সংক্ষেপে আইপিসি) ধারা ৩০২/২০১/৩৪ এর অধীনে জেজেবি মামলা নং ৬৭/২০১৬ এর সাথে সম্পর্কিত।

২. জেজেবি, আপত্তিজনক আদেশ অনুসারে, প্রাথমিক মূল্যায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এবং একই সাথে জেজেবি প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনের প্রকৃতি, আচরণ এবং অন্যান্য কারণ বিবেচনা করে আইপিসির ধারা 302/201/34 এর অধীনে অপরাধের সাথে জড়িত আইনের সংঘাতে শিশু (সংক্ষেপে সিসিএল) মামলাটি মোকাবেলা করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৩. আপিল বিভাগে, বিজ্ঞ বিচারক তার সিদ্ধান্তে ফিরে আসেন যে, জুভেনাইল জাস্টিস (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫ (সংক্ষেপে "জেজে আইন") এর ধারা ১৫ এর অধীনে প্রাথমিক মূল্যায়নের জন্য আবেদন প্রত্যাখ্যান করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই, তবে মামলাটি স্থানান্তরের জন্য আপিলকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন

জেজেবি-র এখতিয়ারে প্রবেশ করার ক্ষমতা/কর্তৃত্বের অভাবের কারণে শিশু আদালত।

৪. ৩ নং শিশু আদালত জেজেবি-র এখতিয়ার লঙ্ঘন করার ক্ষমতা/কর্তৃত্বের অভাবের ভিত্তিতে। আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত হয়ে আইনজীবী শ্রী অয়ন বসু যুক্তি দেখিয়েছেন যে জেজেবি, উত্তর দিনাজপুর দ্বারা জেজে আইনের ১৫ নং ধারার অধীনে কোনও প্রাথমিক মূল্যায়ন করা হয়নি এবং এটি বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা বিচারক, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর দ্বারা ২০১৭ সালের ১৩ নং আপিলের বিতর্কিত রায় দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছিল।

৫. শ্রী বসু আরও যুক্তি দিয়েছেন যে বিজ্ঞ বিচারক জেজে আইনের ধারা ১০১ এর অধীনে বিশাল ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপিলটি খারিজ করে দিয়েছেন।

৬. বিবাদী পক্ষ নং ১ এর পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, জনাব কৌশিক চৌধুরী, দাখিল করেছেন যে আবেদনকারী জেজেবি কর্তৃক মূল্যায়ন করা পুনর্বিবেচনার আবেদনে জেজে আইনের ধারা ৯৪ এর অধীনে সিসিএলের বয়স নির্ধারণের অনুপস্থিতির যুক্তিটি গ্রহণ করেছিলেন। জনাব চৌধুরী জেজেবি কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক মূল্যায়নের উল্লেখ করেছেন এবং আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে জেজে আইনের ধারা ১৫ এর বিধান মেনে চলা হয়েছে।

৭. তদন্তের সময় সংগৃহীত প্রমাণের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রপক্ষের প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী বিনয় পান্ডা দাখিল করেছেন

আইপিসির ৩০২ ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য জঘন্য অপরাধের সংঘটনে সিসিএলের জড়িত থাকার বিষয়ে পর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে।

৮. এই বিষয়ে কোনও বিতর্ক নেই যে হাতে থাকা মামলাটি আইপিসির ধারা ৩০২-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য জঘন্য অপরাধের সাথে জড়িত এবং এটিও বিতর্কিত নয় যে সিসিএল-এর বয়স ১৬ বছরের বেশি।

৯. এই পুনর্বিবেচনার আবেদনের বিষয়টি খতিয়ে দেখার আগে ধারা ২-এর বিধানগুলি পুনরুত্পাদন করা লাভজনক হবে। জেজে আইনের (৩৩), ধারা ১৪, ধারা ১৫ এবং ধারা ১৮ (৩)।

"ধারা ২. (৩৩) "জঘন্য অপরাধ" বলতে সেই অপরাধগুলিকে বোঝায় যার জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫) অধীনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোনও আইনের অধীনে ন্যূনতম শাস্তি সাত বছর বা তার বেশি কারাদণ্ড ধারা ১৪ দ্বন্দ্বে থাকা শিশুর বিষয়ে বোর্ডের তদন্ত আইনের সাথে।

(১) আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে অভিযুক্ত কোনও শিশুকে বোর্ডের সামনে হাজির করা হলে বোর্ড এই আইনের বিধান অনুযায়ী তদন্ত করবে এবং এর অধীনে উপযুক্ত বলে মনে করা শিশুর বিষয়ে আদেশ দিতে পারে এই আইনের ১৭ এবং ১৮ ধারা।

(২) এই ধারার অধীনে তদন্তটি বোর্ডের সামনে শিশুটির প্রথম হাজিরের তারিখ থেকে চার মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে, যদি না সময়কাল বাড়ানো হয়, মামলার পরিস্থিতি বিবেচনা করে এবং পরে বোর্ড দ্বারা সর্বোচ্চ দুই মাসের জন্য এই ধরনের সম্প্রসারণের কারণগুলি লিখিতভাবে রেকর্ড করা।

(৩) ধারা ১৫-এর অধীনে জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে একটি প্রাথমিক মূল্যায়ন-এর প্রথম উপস্থাপনের তারিখ থেকে তিন মাসের মধ্যে বোর্ড দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে বোর্ডের সামনে শিশু।

(৪) যদি ছোটখাটো অপরাধের জন্য উপ-ধারা (২) এর অধীনে বোর্ডের তদন্ত বর্ধিত -এর পরেও অমীমাংসিত থেকে যায় সময়কালে, কার্যধারা সমাপ্ত হবেঃ

শর্ত থাকে যে, গুরুতর বা জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে, যদি বোর্ড তদন্ত শেষ করার জন্য আরও সময় বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, তা হলে প্রধান বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা, ক্ষেত্রমত, প্রধান মহানগর হাকিম তা মঞ্জুর করবেন ম্যাজিস্ট্রেট, কারণগুলি লিখিতভাবে নথিভুক্ত করতে হবে।

(৫) বোর্ড ন্যায্য নিশ্চিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করবে এবং দ্রুত তদন্ত, যথাঃ-

(ক) তদন্ত শুরু করার সময়, বোর্ড নিজেকে সন্তুষ্ট করবে যে আইনের সাথে দ্বন্দ্বে থাকা শিশুটি পুলিশ বা কোনও আইনজীবী বা প্রবেশন অফিসার সহ অন্য কোনও ব্যক্তির দ্বারা কোনও দুর্ব্যবহারের শিকার হয়নি এবং এই ধরনের খারাপ আচরণের ক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ;

(খ) এই আইনের অধীনে সমস্ত ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব সহজ পদ্ধতিতে কার্যধারা পরিচালনা করা হবে এবং যে শিশুর বিরুদ্ধে কার্যধারা চালু করা হয়েছে, তাকে যেন শিশুবান্ধব দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করার জন্য যত্ন নেওয়া হবে কার্যধারার সময় পরিবেশ;

(গ) বোর্ডের সামনে আনা প্রতিটি শিশুকে শুনানির এবং তদন্তে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে;

(ঘ) ছোটখাটো অপরাধের মামলাগুলি বোর্ড কর্তৃক সংক্ষিপ্ত কার্যধারার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হবে, ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪ এর ২) এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে;

(ঙ) গুরুতর অপরাধের তদন্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে বোর্ড কর্তৃক ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (২ নং ধারা)-এর অধীনে সমন মামলার বিচারের জন্য নিষ্পত্তি করা হবে ১৯৭৪);

(চ) জঘন্য অপরাধের তদন্ত,-

(i) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী ষোল বছরের কম বয়সী শিশুর জন্য বোর্ড দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে ধারা (ই) এর অধীনে;

(ii) অপরাধ সংঘটিত হওয়ার তারিখ অনুযায়ী ষোল বছরের বেশি বয়সী শিশুর জন্য পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

<u>ধারা ১৫-</u> বোর্ড কর্তৃক জঘন্য অপরাধের প্রাথমিক মূল্যায়ন-

(১) ষোল বছর বয়সী বা তার বেশি বয়সী কোনও শিশুর দ্বারা সংঘটিত জঘন্য অপরাধের অভিযোগের ক্ষেত্রে, বোর্ড তার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা, অপরাধের পরিণতি বোঝার ক্ষমতা এবং যে পরিস্থিতিতে সে এই অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করেছে সে সম্পর্কে প্রাথমিক মূল্যায়ন করবে

অপরাধ, এবং অনুসারে একটি আদেশ পাস করতে পারে ধারা ১৮-এর উপ-ধারা (৩)-এর বিধানঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের মূল্যায়নের জন্য, বোর্ড অভিজ্ঞ মনোবিজ্ঞানী বা মনো-সামাজিক কর্মী বা অন্যান্য বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারে।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, এটি স্পষ্ট করা হয়েছে যে প্রাথমিক মূল্যায়ন কোনও বিচার নয়, বরং এই ধরনের শিশুর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা মূল্যায়ন করা এবং অভিযুক্ত অপরাধের পরিণতি বুঝুন।

(২) যদি বোর্ড প্রাথমিক মূল্যায়নে সন্তুষ্ট হয় যে, বোর্ড কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তি করা উচিত, তা হলে বোর্ড সমন মামলার বিচারের জন্য যতদূর সম্ভব পদ্ধতি অনুসরণ করবে ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ (১৯৭৪ সালের ২):

শর্ত থাকে যে, বিষয়টি নিষ্পত্তি করার জন্য বোর্ডের আদেশের বিরুদ্ধে -এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে আপিল করা যাব ধারা ১০১:

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে মূল্যায়ন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা হবে ধারা ১৪-এ ।

ধারা ১৮(৩): যেখানে বোর্ড ধারা ১৫-এর অধীনে প্রাথমিক মূল্যায়নের পরে একটি আদেশ পাস করে যে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে উক্ত শিশুর বিচারের প্রয়োজন রয়েছে, তখন বোর্ড মামলার বিচার শিশুদের -এ স্থানান্তর করার আদেশ দিতে পারে। এই ধরনের অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার রয়েছে এমন আদালত।

১০. এই সমস্ত বিধানের যৌথ পাঠ থেকে, এটি স্পষ্ট করুন যে একটি জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযোগ করা হয়েছে। একটি সিসিএল দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, একটি দায়িত্ব জেজেবি-র উপর ন্যস্ত করা হয় পরিচালনা করার জন্য

এই ধরনের অপরাধ করার জন্য তার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা এবং অপরাধের পরিণতি এবং যে পরিস্থিতিতে সে অপরাধ করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তা বোঝার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রাথমিক মূল্যায়ন। সন্তুষ্ট হওয়ার পরে জেজেবি জেজে আইনের ১৮ (৩) ধারার অধীনে একটি আদেশ রেকর্ড করতে পারে।

১১. এই ক্ষেত্রে, যদিও জেজেবি সিসিএল-এর প্রাথমিক মূল্যায়ন করেছে, কিন্তু উক্ত মূল্যায়নে কোথাও সিসিএল-এর এই ধরনের অপরাধ করার মানসিক ও শারীরিক ক্ষমতা বা অপরাধের পরিণতি বোঝার ক্ষমতা বা সিসিএল-এর অন্যান্য পরিস্থিতি যেখানে অপরাধটি করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে তার মূল্যায়ন করা হয়নি। অতএব, জেজেবি দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক মূল্যায়নকে জেজে আইনের ১৫ ধারার অর্থের মধ্যে একটি মূল্যায়ন বলা যাবে না।

১২. উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৭ সালের ১৩ নং আপিল মামলায় বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং ১৭.১০.২০১৭ তারিখের জেজেবি-র আদেশ উভয়ই বাতিল করা হয়েছে, রায়গঞ্জের জেজেবি, উত্তর দিনাজপুরকে কঠোরভাবে মেনে প্রাথমিক মূল্যায়ন পরিচালনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে

আইনের ১৫ ধারার বিধান এবং জেজে আইনের ১৮ (৩) ধারার অর্থের মধ্যে একটি আদেশ পাস করা।

১৩. উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে তাৎক্ষণিক পুনর্বিবেচনার আবেদন নং ২০১৮ সালের সিআরআর ৩৫২ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৪. মামলা ডায়েরি ফেরত দেওয়া হবে।

১৫. এই পুনর্বিবেচনামূলক আবেদনের সমস্ত পক্ষ এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের সার্ভার অনুলিপিতে কাজ করবে।

১৬. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপি, যদি আবেদন করা হয়, সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal